যুগান্তর

তারিখ ... 26 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৪ ......

রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড

পরীক্ষার আগেই নম্বর ওয়েবসাইটে!

রাজশাহী ব্যুরো

রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের একটি পরীক্ষা কেন্দ্র রাজশাহী সরকারি সিটি কলেজ। এখানে রাজশাহী কলেজ ও রাজশাহী সরকারি মহিলা কলেজের শিক্ষার্থীরা এইচএসসি পরীক্ষা দিচ্ছে। শুক্রবার উচ্চতর গণিত প্রথম পত্রের ব্যবহারিক পরীক্ষা হয়। অথচ আগের দিন বৃহস্পতিবার রাতেই এ ব্যবহারিক

■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৪

আগেই নম্বর ওয়েবসাইটে!

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

পরীক্ষার ফল শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইটের সার্ভারে জমা হয়। একইভাবে শনিবার অনুষ্ঠিত পদার্থবিদ্যার ব্যবহারিক পরীক্ষার নম্বরও পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার আগেই বোর্ডের ওয়েবসাইটে জমা হয়েছে। শুধু তাই নয়, কেন্দ্র থেকে পাঠানোর আগেই আরও ছয়টি বিষয়ের নম্বর একইভাবে জমা হয়েছে।

বিষয়টি জানাজানি হলে শুক্রবারই পরীক্ষা কেন্দ্রের বিভাগীয় প্রধানরা লিখিতভাবে কেন্দ্র সচিবকে অবহিত করেন। তার অনুলিপি রাজশাহী জেলা প্রশাসক, শিক্ষা রবার্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও চেয়ারম্যান বরাবর পাঠানো হয়েছে। পরে রাজশাহী সিটি কলেজ কেন্দ্র সচিব ও অধ্যক্ষ হাফিজুর রহমান এ বিষয়ে নগরীর বোয়ালিয়া থানায় একটি সাধারণ ডায়েরিও করেছেন। জানা গেছে, রাজশাহী সরকারি সিটি কলেজ কেন্দ্রে যে শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক পরীক্ষা রয়েছে তাদের 'এ' থেকে 'ইউ' পর্যন্ত মোট ৯টি দলে ভাগ করা হয়েছে। প্রত্যেক দলে ৪০ জন করে শিক্ষার্থী। তাদের রসায়ন, জীববিজ্ঞান, পরিসংখ্যান, মনোবিজ্ঞান, কম্পিউটার, আইসিটি, উচ্চতর গণিত ও পদার্থবিদ্যা বিষয়ে ব্যবহারিক পরীক্ষা রয়েছে। ১৫ জুন থেকে ব্যবহারিক পরীক্ষা শুরু হয়েছে। শনিবার পরীক্ষা শেষ হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী, সরাসরি পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে ব্যবহারিক পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত নম্বর শিক্ষা বোর্ডের সফটওয়্যারে পাঠানোর জন্য একটি পাসওয়ার্ড দিয়ে দেয়া হয়। এর আগে বুধবার এ কেন্দ্র থেকে কম্পিউটার বিষয়ের দুইজন শিক্ষার্থীর (মানোন্নয়ন) এবং পরিসংখ্যানের ২২০ জন শিক্ষার্থীর নম্বর পাঠানো হয়। তখন অন্য বিষয়ে কোনো নম্বর বোর্ডের ওয়েবসাইটে দেখা যায়নি। বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে রাজশাহী সিটি কলেজ কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক নির্ধারিত পাসওয়ার্ড দিয়ে সাইটে ঢুকে দেখেন, যে চারটি বিষয়ের পরীক্ষা নম্বর পাঠানো হয়নি সেগুলোর নম্বরও সাইটে দেয়া হয়ে গেছে। এছাড়াও আরও দুইটি বিষয়ের পরীক্ষা বাকি রয়েছে। তার নম্বরও ইতিমধ্যেই দেয়া রয়েছে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ২৫ এর মধ্যে ২৫ নম্বরই দেয়া হয়েছে। ওই শিক্ষক বিষয়টি তখনই মৌখিকভাবে কেন্দ্র সচিব ও কলেজের অধ্যক্ষকে জানান। শুক্রবার সকালে উচ্চতর গণিতের (প্রথম পত্র) শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক পরীক্ষা শেষ না হলেও সাইটে তাদের সবাইকে ২৫ করে দিয়ে দেয়া হয়েছে। এছাড়া শনিবার পদার্থবিদ্যার ব্যবহারিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার আগেই সাইটে নম্বর দিয়ে দেয়া হয়েছে।

এ ব্যাপারে রাজশাহী সরকারি সিটি কলেজ কেন্দ্র সচিব ও অধ্যক্ষ হাফিজুর রহমান জানান, দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক ব্যবহারিক পরীক্ষার নম্বর শিক্ষা বোর্ডের সফটওয়্যারে ইনপুট দিতে গিয়ে হতভম্ব হয়ে যান। পরীক্ষা শেষই হয়নি এমন দুটি পরীক্ষার নম্বর ওই সফটওয়্যারে আগেই দেয়া রয়েছে। তিনি আরও জানান, মোট ৮টি বিষয়ে ব্যবহারিক পরীক্ষা রয়েছে। তার মধ্যে শুধু আইসিটি ও মনোবিজ্ঞান বাদ দিয়ে সব বিষয়ের নম্বরই বোর্ডের সাইটে উঠে গেছে। বিভাগীয় শিক্ষকরা তাকে বিষয়টি অবগত করাার পর তিনি থানায় সাধারণ ডায়েরি করেছেন। তিনি বলেন, গত তিন বছর বোর্ড একই পাসওয়ার্ড ব্যবহার করছে। এর মধ্যে এ পাসওয়ার্ড আরও কেউ জেনে যেতে পারে। এতে করে ধারণা করা হচ্ছে, বোর্ডের আইটি সিস্টেম অরক্ষিত। তাছাড়া পরীক্ষা হওয়ার আগেই নম্বর দেয়ার সুযোগ থাকার কথা নয়।

এ ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক সামসুল কালাম আজাদ শনিবার যুগান্তরকে বলেন, এ নিয়ে উদ্বিগ্নের কোনো কারণ নেই। কোনো দুষ্টচক্র এটি করেছে। কেন্দ্র থেকে তার কাছে পরীক্ষকদের স্বাক্ষরিত নম্বরের হার্ডকপি আসবে। কাজেই শিক্ষার্থীরা প্রকৃত নম্বরই পাবে।